# সাজানো বাগান

দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে অনুপম থমকে দাঁড়ায়।

বেয়ারাকে কিছু জিজ্ঞেস করার মুখে দৃষ্টি এসে পড়ে সেখানে যেখানে এসে সে দাঁড়ায়, একটু থেমে তাকায় চারদিকে—

সারা ঘর নীলচে অলোয় ভাসছে, এত সাজানো! আপন মনে চমকে ওঠে, নরম আলো, ঘর ঠাণ্ডা, কিছু দূরে ডিম্বাকৃতি টেবিল, তার উপর গোল ফুলদানি, ফুলদানিতে নানা রঙের ফুল, বাঁ পাশে দেয়াল থেকে হাতখানেক তফাতে একটা লম্বা সোফা।

জানলা সব চওড়া চওড়া, পর্দা ঝুলছে, দৃষ্টি পর্দা ভেদ করে বাইরে চলে যেতে পারে, পর্দাগুলো আস্তে আস্তে কাঁপছে, বাইরে হয়তো হালকা বাতাস বইছে, বাইরের জ্যোৎস্না ধবধবে নিশ্চয়। কিন্তু ঘরের ম্লান নীলচে আলোয় দাঁড়িয়ে কেমন ধূসর দেখাচ্ছে, গাছপালা সব যেন মৃতের মতো স্তব্ধ হয়ে আছে।

দ্যুৎ, আজ না এলেই হত, বাবার যত তাড়া, কাল জয়েন করলে তো মাথা কাটা যেত না, চলে যাবে কি না ভাবছে, তখন চোখ গিয়ে পড়ে ফুলদানির ওপর—

ফুলদানিতে নানা রঙের ফুল, কিন্তু ঘরের আলোয় সব কেমন কালচে দেখাচ্ছে। দরজায় ভারী পর্দা। অনুপম একটু এগোয় — ডানদিকে আর একটা সোফা, সোফার গা ঘেঁষে আরেকটা দরজা, ওটা বোধহয় ভিতরে যাবার। অনুপমের চোখ ঘুরতে থাকে দেয়ালে দেয়ালে, ঘরের আলো কি বিবশ করে দিচ্ছে তার দৃষ্টি? চোখ কচলে দৃষ্টি স্বচ্ছ করতে চাইল, তখন।

ভারী গলার প্রশ্ন ওহ্ অনুপমবাবু কানে যেতে একটু চমকায়, এমন ভরাট গলা সে কমই শুনেছে, তাহলে ইনি-ই বীরেশ্বর ঘোষাল?

বীরেশ্বর একটু সরে সোফায় বসেন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন, অনুরোধ নয় যেন আদেশ।

অনুপম একটু পিছোয়, তারপর ইতস্তত করে বসে পড়ে একটা সোফায়, সোফাটা দুলে ওঠে যেন, আর বসায় সময় শব্দ হয়, তাতে উঠে পড়বে কি না ভাবতে সামান্য ঘাড় ফেরাতে বীরেশ্বরবাবুকে দেখে থেমে যায়। তবে কি উনি আমায় লক্ষ করছিলেন? বুক কেঁপে ওঠে।

বীরেশ্বরবাবু বাঁ পায়ের উপর ডান পা রেখে বেশ নিশ্চিন্ত হেলান দিয়ে বসে আছেন, সে-ও চেষ্টা করে তাঁর মতো বসার, নড়তে শব্দ হল ফের, ওই শব্দ তাকে লজ্জায় ফেলে দিচ্ছে, সে কি ভদ্রভাবে বসতেও জানে না? সে একবার চেষ্টা করতে গিয়ে থেমে পড়ে, যদি সোফার কভার কুঁচকে যায়! অথচ

বীরেশ্বরবাবু কেমন মেপে বসেছেন, যেটুকু জায়গা দরকার মাত্র সেটুকু জুড়ে বসেছেন, আশপাশের সব কেমন টানটানই আছে, তখনি মনে হচ্ছে, খামোকা সে অনেকখানি জায়গা লণ্ডভণ্ড করেছে সামান্য বসার জন্য; সোফার খানিকটা অর্থাৎ যেখানে সে বসেছে ওই জায়গাটুকুর বাইরে সোফার অংশ উঁচু হয়ে আছে, আর সে যেন বসেছে সোফার মধ্যে গর্ত করে।

অস্বস্তি বোধ করছে, কাঁহাতক এ রকম চুপচাপ অনড় বসে থাকা যায়! এবার জোর করে দৃষ্টি বাইরে পাঠাতে চাইল জানলা দিয়ে। বাইরে জ্যোৎস্না, বোঝার উপায় নেই, তবে দুটো গাছ যেন জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে — মনে হচ্ছে এখন।

তাহলে ওই কথাই রইল, কাল বিকেলে—

বীরেশ্বরবাবুর কথায় সম্বিৎ ফিরে পায় অনুপম, ততক্ষণে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন, অনুপম উঠে দাঁড়ায়।

রঘু, অনুচ্চ স্বরে ডাকলেন বীরেশ্বর, তারপর কী ভেবে একটু জোরে ডাকলেন, ললিত যে বেয়ারা তাকে দরজা খুলে ভিতরে আসতে বলে সে এসে দাঁড়ায় তখন।

আগামীকাল অনুপমকে চেম্বারে নিয়ে যেয়ো, বলেই তাকালেন অনুপমের দিকে, কাল ছটায় তাহলে, যেতে গিয়ে থামলেন, নটা অব্দি থাকতে হবে কিন্তু।

অনুপম বাধ্য ছেলের মতো মাথা নাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বীরেশ্বর ডান পাশের দরজা দিয়ে অন্দরে চলে গেলেন, অনুপম অন্তত তাই বুঝল, ততক্ষণে ললিত পাশের একটা দরজা দেখিয়ে বলল, কাল এই দরজা দিয়ে আপনাকে আসতে হবে কিন্তু।

অনুপম আর একবার দেখে তাদের বসার জায়গা। বীরেশ্বরবাবু যেখানে বসেছিলেন সেটা তেমন সটানই আছে, আর তার জায়গাটায় ললিত একটু নুয়ে কী যেন করছে, বোধহয় সোফার কভার কুঁচকে ছিল কিংবা সোফার ওই জায়গাটা ডেবে ছিল, ললিত সেটাই ঠিকঠাক করছে।

ললিত কি তাকে আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে চাইছে বসার কায়দাকানুন, কীভাবে বসতে হয় পা তুললে বা নামাতে হয়। ভাগ্যিস সে টেবিলের কোনো জিনিসে হাত দেয়নি, কিংবা ফুলের গন্ধ নিতে ফুলদানির উপর নত হয়নি।

ললিত ততক্ষণে দরজার পর্দা তুলে ধরেছে, অনুপম একবার ললিতকে দেখতে চেষ্টাকরে, সে দৃষ্টি নত করে অতি বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে আছে, আর

অনুপম এক মুহূর্ত নষ্ট না করে বেরিয়ে আসে বাইরে, তারপর প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে পড়ে মাঠে, যেন কেউ বা কারা তাকে তাড়া করছিল, চেপে পিষে মারতে চাইছিল, একটা পুরো অজানা পরিবেশ, আর তার কর্ণধার... অনুপমের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বীরেশ্বরের পরিপাটি বসার ভঙ্গিটি, এতটুকু কুঁচকোয় না সোফার কভার, তেমন টানটান থাকে বসার জায়গা, অথচ সে...

মাঠের গভীরে নেমে আসছে আনুপম, আহ! প্রাণভরে নিশ্বাস নিতে মন চাইছে, দূরে ঝিঁঝির ডাক থেমে থেমে উঠে এখানে এসে ভেঙে পড়ছে—

গাছ। মাঠ। জ্যোৎস্না

বীরেশ্বরবাবু কি এসব দেখেছেন কখনো?

পরের দিন অনুপম আয়নার সামনে দাঁড়ায়।

আজ দাড়ি কামিয়েছে, একটা শ্যামল আভা সারা মুখে, ভ্রূ বেশ কালচে মনে হচ্ছে। সে খুব আদর করে একবার হাত বুলোয় সারা মুখে, তখন হাসির রেখা আরও উজ্জ্বল করে দেয় মুখ।

আয়নায় নিজেকে বেশ খুশি খুশি লাগছে, চুল দুরস্ত করার জন্য মাথা আঁচড়ে নেয়, হাঁ এবার হয়েছে! বীরেশ্বর ঘোষালের ফিটফাটের মধ্যে নিশ্চয় বেমানান হবে না এবার, তবু ডানপাশের চুল কয়েকটা খাড়া হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, তাকে থামাতে বাঁ-হাত দিয়ে চেপে থাকে কিছুক্ষণ, হাত সরিয়ে আনতে আবার যে কে সেই।

আবার চেপে ধরে, ছাড়ে। না, এবার বেশি বেশি চুল অবাধ্য হয়ে উঠেছে, চিরুনি চালিয়েও বশে আনতে পারছে না, সেই অবস্থায় সে

ডাকতে থাকে ছোটোবোন বিনুকে, বিনুর সাড়া পেয়ে বলে, এক গ্লাস জল

বিনু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জল আনে, অনুপম গ্লাসটা নিয়েই হাতে খানিকটা জল ঢেলে অবাধ্য চুলগুলো ভিজিয়ে দেয়, তারপর চিরুনি চালায় চুলে। চুল সব তেমনই খাড়া হয়ে থাকছে, দ্যুৎ তেরি, চিরুনি ছুঁড়ে দেয় বিছানার ওপর।

অনু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে অনুপমের দিকে।

হা করে দেখছিস কী?

তোমাকে।

মানে?

কোনোদিন তো তোমাকে এরকম করতে দেখিনি?

কী রকম, বলেই থতমত খায়, না মানে ঘোষাল সায়েব তো, বুঝলি না ও রকম সাজানো গোছানো ঘরে, মানে ..., কথা শেষ না করেই বলে, দেখ্ তো কটা বাজে

বিনু অনুপমের হাবভাব দেখে দাঁড়ায় না আর, তখন আবার সে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, গ্লাস থেকে জল নিয়ে চুল ভেজায়, চিরুনি চালায়, নিজেকে দেখে আয়নায়, তখন বিনু ওঘর থেকে সড়ে পাঁচ বললে এই রে দেরি না হয়ে যায়, মুখ দিয়ে স্ফুট হতেই ব্যস্ত হয় বেরিয়ে পড়ার জন্য।

ঘোষাল ভিলা-য় ঢোকার মুখে ললিতের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

আসুন স্যার

যেতে গিয়ে একটু থামে অনুপম, ললিতের অতিবিনয় কি ঠাট্টার ছদ্মবেশ? নাকি স্যার বলাটা রেওয়াজ ঘোষাল ভিলায়? তবু সে ললিতকে অনুসরণ করে এগিয়ে যায়।

আজ অন্য ঘর।

ঘরে ঢুকেই একটু থমকায় অনুপম। ঘরে বেশি আসবাব নেই। একটা প্রমাণ সাইজের সেক্রেটারিয়েট টেবিল, টেবিলের ওপর হোয়াট নট, টেলিফোন, পেন-স্টান্ড, প্যাড, পেপারওয়েট ইত্যাদি। টেবিলের একপাশে দরজার দিকে মুখ করে একটা দামি চেয়ার, তার ঠিক উলটো দিকে পাশাপাশি তিনটে চেয়ার। ঝকঝক করছে আসবাব এবং যাবতীয় জিনিস।

দরজা দিয়ে ঢুকে ডানপাশে একটা টেবিল, একটা চেয়ার, যাতে বসলে সামনে জানলা, পেছনে একটা দরজা, সে দরজা দিয়ে আরেকটা ঘরে যাওয়া যায়।

ঘরটা খুব বড়ো নয়— দুটো দরজা, দুটো জানলা। হালকা হলুদ দেয়াল, সামনের দেয়ালে একটা ছবি— প্যাগোডার। আর সব দেয়াল ফাঁকা, তাতে কোথাও কোনো ছবি বা কিছু টাঙানো নেই, সামান্য উপকরণ, অথচ কেমন ঝকঝক করছে সবকিছু, ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিস, মেঝে ঝাঁ চকচকে — লাল মসৃণ, এত মসৃণ যে পা ফেলতে সংকচে হয়, দরজা জানলায় পর্দা, ঘরের রং আসবাব — তাদের সঙ্গে মিলিয়ে সেই রঙের পর্দা।

ললিত বলার আগেই অনুপম এগিয়ে যায় ছোট্ট টেবিলের দিকে। দুটি টেবিলের বহর ও অবস্থান দেখে সে বুঝে যায়, ওই টেবিলটা তার। ছোটো টেবিল, তবু ঝলমলাচ্ছে ঘরের আলোয়, টেবিলের টপ কাচে মোড়া, অনুপমের ছায়া পড়ে সেই কাচে — কালো ছায়া ছায়া টেবিলের দু-পাশে কাগজ রাখা আছে — ধবধবে সাদা, যেন ছুঁতে গেলে দস্তানা পরতে হবে, মধ্যিখানে পেন স্ট্যান্ড — দুটি কলম গোঁজা, একটির শরীর নীল আরেকটির লাল, ডানপাশে টেলিফোন

আলতো ভাবে একটা কাগজ তুলে নেয়, টেবিলে হাত রাখতে সংকোচ হচ্ছে, কেন না ওর হাত ঘামে, হাত রাখলেই ঘেমো হাতের ছোয়ায় দাগ লাগবে নির্ঘাত, তাই পাশ পকেট থেকে রুমাল বের করে হাত মুছে শুকনো করে নেয়। এখন স্ট্যান্ড থেকে তর্জনি ও বুড়ো আঙুল দিয়ে আলতো ভাবে তুলে নেয় নীল কলম, কাগজে কলম ঠেকাতে গিয়ে চোখ পড়ে ললিতের উপর। ওকে দেখে আরও সাবধান হচ্ছে, ললিতকে কেন যেন সে বরদাস্ত করতে পারছে না, অথচ ললিত তেমন কিছু করেনি বা বলেনি তাকে।

দৃষ্টি সরিয়ে নিতে চোখ পড়ে টেবিলের উপর পড়ে থাকা একটা কার্ডের উপর, তাতে কী যেন লেখা আছে। অনুপম কার্ডটা টেনে নেয়, ইংরেজিতে লেখা এক দুই করে দশটি উপদেশ — প্রায় টেন কম্যান্ডমেন্ট জাতীয়, তবু তার চোখে দু-তিনটে কম্যান্ডমেন্ট বার বার চোখে পড়তে থাকে, বাংলা করলে যার মর্ম দাঁড়ায়—

খিচুড়ি পোশাক পরা চলবে না, এক জাতীয় পোশাক পরতে হবে কাগজে একটু কাটাকুটি হলেই কাগজ না ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলতে হবে ঠিক জিনিস ঠিক জায়গায় রাখতে হবে।

পড়া শেষ করে কার্ড কোথায় রাখবে ঠিক করতে না পেরে ইতস্তত করতে থাকে, তখন চোখে পড়ে ললিতের উপর। ললিতের মুখে চাপা হাসির রেখা যেন, অনুপম এতটুকু হয়ে যাচ্ছে, হাত কেঁপে কার্ডটা তার সামনেই টেবিলের উপর পড়ে, কার্ডটা আবার তুলবে কি না ভাবার আগেই ললিত বলে, আমি আসছি স্যার, দরকার পড়লে বেল বাজাবেন, ললিত দাঁড়ায় না আর, বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

অনুপমের শরীর এখন রাগে বি-বি করছে, ওর বেয়াদপি কত সহ্য করবে? তবু শান্ত থাকতে হবে, এখানে রাগ করা চলবে না। জানলা দিয়ে দৃষ্টি বাইরে পাঠাতে চাইল, কিন্তু দৃষ্টি ফিরে আসছে ঘরের মধ্যে। সে দেখছে—

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপর হোয়াট-নট, তাতে কী যেন গেংজা আছে, এবং সেটা মৃদু নড়ছে, টেবিল হোয়াট-নট ইত্যাদি যেন অপেক্ষারত — মিস্টার ঘোষাল আসবেন...

দেয়ালের হালকা হলুদ হাসছে ভাসছে, হয়তো ঘোষালের আসার সময় হয়ে আসছে, তিনি আসবেন ..., তিনি আসার আগে যদি সব

ইছিল মিছিল করে দি, তবে? হয়তো সেজন্য পা থেকে চটি খসিয়ে দেয় এবং বাঁ পাটা তুলে নেয়, এবার কাজ করতে হবে, কিন্তু কী করবে ভেবে পায় না, কারণ স্যার তো কিছুই বলেননি, তাহলে?

কী তার কাজ? আজ থেকে আসতে বলেছে এই মাত্র, সে কি ঘোষাল সায়েবের পি এ, নাকি প্রাইভেট সেক্রেটারি? যে ঘরে যেখানে সে এখন বসে আসছে, তাতে মনে হয় সায়েবের পারসোন্যাল কাজ করার জন্য তাকে নেয়া হয়েছে, তার মানে

অবনী কা'র সুপারিশের এত জোর যে মাত্র, তাঁর চিঠিতে পেয়ে যাচ্ছে এমন একটি কাজ, তাঁর অফিসে নয় একেবারে খাস কামরায়? কী করতে হবে তবে, তখন খেয়াল হচ্ছে, চেয়ারে পা তুলে বসে আছে এখন।

সঙ্গে সঙ্গে পা নামিয়ে নেয়, আড় চোখে দেখে নেয় —ললিত ঘরে আছে কি না, ললিত নেই দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেলে অনুপম, তখন ঘরে ঢোকে এক বেয়ারা, হাতে প্যাড, সেই প্যাড তার দিকে বাড়িয়ে দিলে অনুপম নেয়ার পর কোনো কথা না বলে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। অনুপম জিজ্ঞেস করতে পারে না, এতে কী আছে এবং কে পাঠিয়েছে, তবে বুঝে ফেলে—

এটা পাঠিয়েছেন মিস্টার ঘোষাল, এবং এটাই তাকে বলে দেবে কী কাজের জন্য সে নিযুক্ত হয়েছে। পাতা ওলটাতে প্রথম পাতায় দেখে লেখা আছে ইংরেজিতে আরজেন্ট বেশ বড়ো অক্ষরে এবং তা আন্ডারলাইন করা, তার নীচে বাংলায় লেখা : পরমাণু বিদ্যুৎ ...ঠিক নীচে ছোটো ব্রাকেটে লেখা — সংক্ষেপে মূল কথা আলোচনা করতে হবে, পড়ে অনুপম ধন্ধে পড়ে, কারণ বুঝতে পারে না।

সে এটা ভাষনের জন্য লিখবে, নাকি কোথায় ছাপার জন্য? তবে লিখতে হবে ঘোষাল সায়েবের জন্য এবং এটাই তার কাজ। অথচ শুরুতেই লিখতে গিয়ে লেখার রাস্তায় বাদ সেধেছে তার জ্ঞান। বিদ্যুৎ সম্বন্ধেই তার বিশেষ জ্ঞান নেই, তার উপর পরমাণু বিদ্যুৎ। তবে খবরের কাগজে কখনো - সখনো পরমাণু বিদ্যুৎ সম্বন্ধে পড়েছে, তাছাড়া চেরনোবিলের ঘটনা আবছা মনে পড়ে, তাহলে কি সে পরমাণু বিদ্যুতের বিরুদ্ধে লিখবে? ঘোষাল সায়েব যদি পক্ষে থাকেন, তবে? কয়েক মুহূর্ত থমকে থেকে ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের কিছু খাড়া করবে, তাতে যেমন থাকবে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরির পক্ষে সওয়াল, তেমনি থাকবে বিপরীত যুক্তি, শ্যাম ও কূল দুই-ই রক্ষা করা যাবে তাতে, ভেবে বেশি দৃপ্তি পায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে লিখতে শুরু করে —

প্রচলিত উৎস থেকে যে পরিমাণই বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়... লিখতে গিয়ে পরিমাণে দন্ত ন লিখে ফেলতে এ হে কী করলাম বলে বাতিল করে দেয় পাতাটা, নির্দেশ অনুযায়ী সেটা ফেলে দেয় ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। আর একটা কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে থাকে, যত লেখে তার চেয়ে বেশি বাতিল করে কাগজ কাটাকুটির জন্য, তবু লিখে চলে।

স্যারকে বলতে হবে অন্তত দুটো ডিক্শন্যারি দরকার — একটা ইংলিশ টু বেঙ্গলি, আরেকটা বাংলা অভিধান

স্যার, বাড়ি যাবেন না? নটা বাজে

ললিতের কথায় মুখ তুলে চায়, এই উঠি, বলতে বলতে লেখা কাগজ গুছিয়ে রাখতে গেলে ললিত বলে, আমাকে দিন স্যার, আমি—

ললিতের কথার মধ্যেই একটু ঝাঁঝিয়ে ওঠে, আমি কি রাখতে পারি না, না কী, কাগজের গোছ ঠিক করতে গেলে একটা এদিক একটা সেদিক বেরিয়ে পড়ে, কিছুতেই বাগে আনতে পারে না, একটা - না-একটা হাত ফসকে বেরিয়ে পড়তে চায়, শেষে বাধ্য হয়ে হাল ছেড়ে দেয়, আচ্ছা তুমিই গুছিয়ে রেখে দিয়ো, যেতে গিয়ে থামে, না, বরং তুমি সায়েবের কাছে গিয়ে এসো, একটা আরজেন্ট তাই...

অনুপম বেরিয়ে আসে।

অনুপম বরাবরই একটু অগোছালো। কোথায় কী যে রাখে নিজেই জানে না। বাইরে থেকে এসে জামাকাপড় না ছেড়েই বিছানায় এলিয়ে পড়ে, নইলে শার্ট খুলে ছুঁড়ে দেয় বিছানার উপর, সেটা কোথায় পড়ল তাকিয়েও দেখে না একবার। সাজিয়ে -গুছিয়ে রাখলে নিজেরই সুবিধে হয়, তা ভাবার সময় কোথায় পায়? বিছানায় এলিয়ে না পড়লে ওটা-এটা টানে, র‍্যাক থেকে বই টেনে বিছানায় ধপাস করে শুয়ে পড়তে থাকে, পড়তে ক্লান্তি লাগলে বইটাকে ঠিক জায়গায় রেখে আসবে, তা না করে যেখানে বসে বা শুয়ে পড়েছিল সেখানেই ফেলে রাখে। ফের দরকার পড়লে সারা ঘর তোলপাড় করে খুঁজতে থাকে, না পেয়ে চিৎকার করে ডাকতে থাকে, বিনু বিনু।

কখনো-সখনো জানলার ধারে চেযার টেনে বসে, বাইরে দৃষ্টি চালিয়ে আরাম কুড়োতে থাকে, আর ভালো লাগলে হঠাৎ চটি গলিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ফিরে এসে চটি এধার - সেধার ছুঁড়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। আবার বের হবার সময় চটি খুঁজতে হয়রান হয়।

কিন্তু ইদানীং ঘোষাল ভিলা-য় চাকরি নেবার পর তার আগের এলোমেলো রুটিনের কিছু বদল হচ্ছে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাক্কা তিন ঘন্টা কাটে ঘোষাল ভিলা-য়। ওই তিন ঘন্টার জন্য আরও প্রায় তিন ঘন্টা লাগে প্রস্তুতি হিসাবে। বলতে গেলে দুপুরের ভাত-ঘুম থেকে উঠেই মানসিক ও দৈহিক জাড্য কাটাতে বেশ বেগ পেতে হয়। আগে এ সময়টুকু নানা আলস্যে কেটে যেতে।, বিরক্ত বোধ করলে হয়তো একটা চক্কর দিয়ে আসত। বাড়িতে

যতই এলোমেলো থাকুক না কেন, ঘোষাল ভিলা-য় যাবার সময় ফিটফাট হতেই হয়, যেমন তেমন ভাবে যাওয়া যলে না সেখানে। ওই সাজানো - গোছানো জায়গায় যেমন -তেমন ভাবে গেলে শুধু নিজেকে বেমানানই ঠেকবে না, নিজেকে হতদরিদ্র কুৎসিত মনে হবে। তার উপর পোশাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কড়া নিয়ম আছে, তাই ধুতি পাঞ্জাবি পরতে হয় বা প্যান্ট শার্ট টাই ইত্যাদি, পাজামা পাঞ্জাবি চলকে কি না কে জানে? তাই না জেনে ওটা পড়া চলে না। কিন্তু জানবে কার কাছে?

ললিতের কাছে? শরীর রি-রি করে ওঠে, ও একটা আস্ত পাঁঠা, বাধ্য ভালো মানুষের মুখোশ পড়ে ওকে ব্যঙ্গ করে, না-না, ওর কাছে জানবে না, তার চেয়ে বরং ধুতি পরাটা রপ্ত করতে হবে। প্যান্ট শার্টের ঝামেলা অনেক— কড়া ইস্ত্রি চাই, প্লাস জুতো মোজা, এবং শার্ট প্যান্টের সঙ্গে ম্যাচ করে টাই।

কাজ করতে করতে অনুপম মধ্যে মধ্যে আনমনা হয়ে যায়। জানলার পর্দা কাঁপে মৃদু মৃদু। দৃষ্টি পাঠিয়ে দিতে চেষ্টা করে কিন্তু বাইরে অন্ধকার, জানালার পর্দা ভেদ করে দৃষ্টি অন্ধকারের প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে নিজের কাছে, দেখে—

উপদেশ লেখা বোর্ডটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল এতক্ষণ। তাড়াতাড়ি রেখে দিতে চাইল, কিন্তু তাড়াহুড়োয় পড়ে গেল মেঝেয়। অনুপম নত হয়ে তুলতে গেলে নড়াচড়ায় চেয়ারে কেমন একটা শব্দ হয়, ঝটিতি কার্ডবোর্ডটা তুলে দেখে নেয়— ঘরে কেউ আছে কি না, কেউ নেই দেখে আশ্বস্ত হয়ে খুশ, লেখায় মন দেয়। লিখতে লিখতে

হঠাৎ থেমে গিয়ে ভাবে, একটু গোছগাছ করে থাকলে কী ক্ষতি হয়? জায়গার জিনিস জায়গায় রাখলে তো নিজেরই সুবিধা, এই যে ঘোষাল বাড়িতে ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিস থাকে, তাতে জিনিস খোঁজার জন্য সময় নষ্ট হয় না, প্লাস যে জিনিস চাইছে, সেটা সঙ্গে সঙ্গে পেলে খুশি হয় মন, তাতে কাজের গতি বাড়ে বই কমে না। কিন্তু পরক্ষণেই

মন বিদ্রোহ করে ওঠে, নাহ্, নিজের মতোই থাকবে সে, তাতে মরে গেলেও কোনো দুঃখ থাকবে না, অতএব—

সেদিনে দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিল অনুপম, বেশ গাঢ় ঘুম। যখন ওঠে তখন দেখে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে।

সাড়ে পাঁচ? সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে উঠে আয়নায় দাঁড়ায়। এক পলক দেখে ফের ভালো ভাবে পরখ করে চোখ মুখ গাল। আজ দাড়ি কামায়নি, এ কদিন রোজ দাড়ি কামাত, আজ যে কেন কামায়নি তার কারণ খুজেঁ পায় না, কিন্তু দাড়ি নিয়ে যাওয়া চলবে কি ঘোষাল ভিলা-য়? এখন দাড়ি কামানোর সময় নেই আর, এমনিতে দেরি হয়ে গেছে।

অনুপম আলনার দিকে এগিয়ে আসে, কাপড় না পেয়ে ডাকতে তাকে, বিনু, বিনু,

বিনু এলে জিজ্ঞেসা করে, আমার কাপড়

তোমার কাপড়, তা আমি কি জানি

ততক্ষণে অনুপম আলনা বিছানা তছনছ করে ফেলেছে— বিছানার চাদর টেনে তোশক তুলে বালিশ ছুঁড়ে দিয়ে টান মেরে আলনার কাপড় জামা ফেলে — সে এক তুমুল কাণ্ড

কাপড় পায় না তবু, দৃষ্টি ঘুরে আসে ঘরময়, হাহ্! কোথাও কাপড়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই, সঙ্গে সঙ্গে খেপে ওঠে, তোরা করিস কী, একটুকুও দেখতে পারিস না, যত ঝামেলা, ততক্ষণে গড়িতে চোখ পড়ে।

পৌনে ছ', সব্বনাশ, আজ নির্ঘাত লেট, ছি ছি, বলতে বলতে পাজামা পাঞ্জাবি গলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, তখন মনে পড়ে না, এই পোশাক আদৌ অনুমোদিত কি না ঘোষাল সায়েবের।

অফিসে আসতে একটু দেরি-ই হয়ে গেল অনুপমের।

ঘরে ঢোকার আগে একটু থামে, হাওয়ায় দুলছে পর্দা। দোলায় একটু ফাঁক হয়ে যায় পর্দা, তা দিয়ে দৃষ্টি চলে যায় ঘরের মধ্যে। মিস্টার ঘোষাল বসে আছেন টেবিলে। দেখেই তার বুকের স্পন্দন বেড়ে যায়। আগে তাঁকে ঘরে বসে থাকতে দেখেনি কোনোদিন, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয় — প্রবচনটা সত্যি করার জন্যই বোধহয় ঘোষাল স্যার এসে বসে আছেন আজ এখানে। ঘরে ঢোকার আগে কি অনুমতি নেবে, নাকি বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়বে?

পর্দা যদি একটু ফাঁকা না হত হাওয়ায়, তবে তো সে এমনি ঢুকে পড়ত ঘরে। নিজের ঘরে ঢুকবে তাতে কার কী, ভেবে বুকে সাহস আনতে চেষ্টা করল, এবং হঠাৎই ঢুকে পড়ে।

বীরেশ্বর কী যেন লিখছিলেন, লিখেই চললেন। অনুপম দাঁড়িয়েই থাকে। বীরেশ্বর ঘোষাল লিখতে লিখতে লেখা থামিয়ে তার দিকে তাকালেন। সে-দৃষ্টিতে কি রাগ-রাগ ভাব আছে, নাকি তিনি কেবলই দেখছেন, আর সেই দৃষ্টি তাকে ভেদ করে উধাও হয়েছে অন্য কোথাও?

ভাবনা শেষ হবার আগেই বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে আপনার? শরীর খারাপ?

না তো, স্বতঃস্ফূর্ত বেরিয়ে যায় কথাটা।

তাহলে, এরকম?

অনুপম লজ্জায় দৃষ্টি নত করে, তাই তো, এভাবে আসা উচিত হয়নি আজ, এমনিতে লেট হয়েছে, তার উপর ড্রেস -কোড মানেনি, দাড়িও কামায়নি, আসার আগে আয়নায় দাঁড়ায়নি ...অনুপম এই সুসজ্জিত পরিবেশে এই সুবেশ মানুষটির সামনে দাঁড়াতে কেমন দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক আছে, কাল বরং বাক্যটা শেষ করলেন না ঘোষাল সায়েব

অনুপমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, আচ্ছা এক কাজ করুণ, ফাইল যে লেখাটার আউট-লাইন দেয়া আছে, সেটা কম্‌প্লিট করে ফেলুন বরং—

পলকের জন্য থমকায় অনুপম, খিচুড়ি পোশাক সম্বন্ধে নিষেধ জারি আছে, খিচুড়ি ভাষার ব্যবহার সম্বর্কে তাহলে নিষেধাজ্ঞা নেই কোনো? নাকি ঘোষাল সায়েবের মুখ দিয়ে হঠাৎই বেরিয়ে গেছে ইংরেজি মেশানো বাংলা বুলি?

সে দেখে—

ঘোষাল সায়েব চিবুকের কাছে কলম ঠেকিয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে আছেন, তাঁকে কেমন আনমনা দেখাচ্ছে, দৃষ্টিটা কোথাও দূরে চলে যেতে চাইছে তখন, অনুপম তাঁকে আরেকবার দেখে নিজের টেবিলে এসে ফাইলটা টেনে নেয়, আর

ফাইলের লেখাটা খুলে কাগজ কলম টেনে নেয় লেখার জন্য, তখনও বীরেশ্বরবাবু চিবুকে কলম ঠেকিয়ে তন্ময়ভাবে তাকিয়ে আছেন জানলার দিকে, কী হল আজ তাঁর?

লিখতে লিখতে বার বার বীরেশ্বর ঘোষালের আনমনা উদাস মুখ ভেসে উঠতে তাকে, কী হল তাঁর, আজ একবার যেতে বলে আবার লেখাটা শেষ করতে যেতে বললেন। এ রকম তো কখনোই হয় না, একবার বলা কথা ফিরিয়ে নেন না কখনো, তার উপর কাজ থামিয়ে চেয়ে থাকা, কিছু হয়েছে নিশ্চয়, নইলে

এই নিয়ম-মানা ডিসিপ্লিনড ব্যক্তিটি নিজের গড়া নিয়ম ভেঙে ফেলেছেন নিজের অজান্তে, হয়ে উঠতে চাইছেন কি তারই মতো এলোমেলো একজন? ভাবতেই খুশিতে অনুপম ঝলমল করে ওঠে, আর

ওই খুশির টানে ঝপাঝপ লেখাটা শেষ করে দেখে — ঘোষাল সায়েব নেই, কখন চলে গেছেন অনুপম টের পায়নি, তাতে আরও খুশি হয়ে নটার বেশ আগেই বেরিয়ে পড়ে অফিস থেকে।

নিজের ঘরে ঢুকে অনুপম অবাক হয়ে যাচ্ছে।

এটা কি তার নিজের ঘর? চারদিকে তাগিয়ে বিশ্বাস করতে পারছে না কিছুতেই --সব কেমন ফিটফাট

আলনায় কাপড় গোছানো, বিছানায় ধবধবে চাদর টানটান পাতা, টেবিলের বই সাজানো, চেয়ার টেবিলের ফাঁকে ঢোকানো, আশ্চর্য! নিশ্চয় এসব বিনুই করেছে! আর একবার দেখে

সে বুকরেস্টটা একটু সোজা করে দিয়ে বইগুলো ঠেলে দিয়ে যেমন জমাট করে, তারপর আলনার কাছে গিয়ে জুতো ছেড়ে ঠিক রেখে দেয় আলনার নীচে জুতো রাখার জায়গায়, তারপর তাকায় আবার

ঘরটা যেন বড়ো হয়ে গেছে, জানলা দিয়ে হাওয়া ঢুকে ভরিয়ে দিচ্ছে ঘর। অনুপম এগিয়ে সুইচ অফ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মতো একরাশ জ্যোৎস্না ঢুকে ভিজিয়ে দেয় ঘর।

বিছানায় চোখ পড়তে দেখে—

জানলার শিকের ছায়া পর পর শুয়ে সেখানে, আর হাওয়ায় পর্দা কাঁপছে ছায়াদের লগ্ন করার জন্য, আহ্! প্রাণ ভরে নিশ্বাস নেয় অনুপম, তখন ঘোষাল সায়েবের আনমনা মুখ ভেসে ওঠে—

বীরেশ্বর ঘোষাল নিজের তৈরি খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন, আর সেই খাঁচায় আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ছে অনুপম নিজেরই অজান্তে যেন

শিকের ছায়া মাখতে মাখতে অনুপম বিবশ হয়ে যাচ্ছে, তার ভারে আরও বিহ্বল হয়ে অনুপম গা এলিয়ে দিচ্ছে বিছানায়

খুব ঘুম পাচ্ছে তার এখন

**কার্তিক লাহিড়ী**